ইত্তেফাক

তারিখ ... 6/5/83 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম 1 ...

029

দৈনিক
ইত্তেফাক
শুক্রবার, ২২শে বৈশাখ, ১৩৯০

আবুল ফজলের জীবনাবসান

মানুষ মরণশীল একথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু তবুও সব মৃত্যুই বেদনা জাগায়। আবার এমন কেহ কেহ আছেন যাঁহাদের মৃত্যু পরিণত বয়সে ঘটিলেও যেন মনে হয় অপরিণত বয়সেরই মৃত্যু। মনে হয়, হয়তো তিনি আরও কিছুকাল বাঁচিলেই ভাল হইত। কর্মশক্তিহীন, রোগজর্জর, শয্যাশায়ী অক্ষম হওয়ার পরেও কেবল জীবিত অস্তিত্বটুকুও অনেক প্রয়োজনীয়, অনেক অপরিহার্য বলিয়া মনে হয়। এমনই এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন অধ্যাপক আবুল ফজল। গত বুধবার রাত্রি ১১টা ১০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগে তিনি দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। আশি বৎসরের বার্ধক্যজর্জরিত মানুষটি যেকোন দিন মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িবেন ইহাও প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু তবু যেন মৃত্যুর পর মুহূর্তেই মনে হইল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিয়া গেল, এক গভীর শূন্যতা সৃষ্টি হইয়া গেল মুক্ত চিন্তার জগতে, সাহিত্যের পরিমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িল স্বজন হারানোর বেদনা।

অধ্যাপক আবুল ফজল যখন সাহিত্যের অঙ্গনে প্রথম পা রাখেন তখন পশ্চাদমুখীনতা, কুসংস্কার, কূপমণ্ডূকতা সাহিত্যাঙ্গনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী শক্তি হিসাবে একটা প্রগতিশীল স্রোত সৃষ্টি করিয়াছিলেন স্বল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবী। ঐ স্বল্পসংখ্যকের মধ্যে অধ্যাপক আবুল ফজল একজন। আর তাঁহার সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য হইল ঐ ধারাটিকে তিনি আমৃত্যু প্রবহমান রাখিয়াছেন। যদিও তিনি সাহিত্যিক এবং শিক্ষাবিদ হিসাবেই পরিচিত ছিলেন তথাপি তাঁহার সেই পরিচয়কে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল আর এক পরিচয়--মুক্ত চিন্তার ধারক বুদ্ধিজীবী। তাঁহার মত ও পথের সহিত ভিন্নমত পোষণকারীও তাঁহাকে ঐভাবেই দেখিয়াছেন, ঐভাবেই সম্মান দিয়াছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে কিংবা পরবর্তীকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসাবে তাঁহার অধিষ্ঠান ছিল অল্প সময়ের। কিন্তু ঐ সময়েও তিনি তাঁহার বিশ্বাস হইতে একবিন্দু বিচ্যুত হন নাই॥ মানবিক প্রশ্নে তিনি আপোষহীন ও উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। এই আপোষহীনতাকে তিনি অব্যাহত রাখিয়াছেন জীবনের শেষ সময়টুকু পর্যন্ত। সাহিত্যকর্মে অবদানের জন্য তিনি পাকিস্তান আমলে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার, আদমজী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। বাংলাদেশ আমলে তাঁহাকে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক, মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার ও নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়।

আজ অধ্যাপক আবুল ফজল নাই। তাঁহার মৃত্যুর ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের এবং শেষাংশের চিন্তাধারার সেতুবন্ধ হইতে অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুদৃঢ় স্তম্ভটি ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার মৃত্যুতে জাতি এইজন্য বিপন্ন বোধ করিবে যে, সে অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্রটি ক্রমাগত হারাইয়া ফেলিতেছে—, জাতি হারাইয়াছে এমন এক সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বকে যিনি চিন্তার ক্ষেত্রে কখনও ধারাবাহিকতা হারান নাই। জাতিকে তিনি এক—অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করিব কেবল এই বলিয়া যে, পরিণত বয়সের আবুল ফজলের অপরিণত মৃত্যুর জন্য আমরা সত্যিই প্রস্তুত ছিলাম না।